প্রভুর ভোজ

(The Lord's Supper)

১ম করিন্থিয় ১১ অধ্যায় ২৩-৩৪ পদ

আজ আমরা আমাদের মণ্ডলীতে প্রভুর ভোজ পর্ব পালন করতে চলেছি। যীশু খ্রীস্টের দ্বারা স্থাপিত নতুন নিয়মের খ্রীস্টীয় মণ্ডলীর কেবল দুটি সংস্কার হল **বাপ্তিস্ম** ও **প্রভুর ভোজ**। নতুন নিয়মে প্রভুর ভোজকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে: প্রভুর ভোজ (*Lord's Supper,* ১করি. ১১:২০); প্রভুর মেজ (*Lord's Table,* ১করি. ১০:২১); সহভাগিতা (*Communion,* ১করি.১০:১৬); এবং রুটি ভাঙ্গা (*Breaking of bread,* প্রেরিত ২:৪২)। এই সমস্ত নামের দ্বারা প্রভুর ভোজের বিভিন্ন দিক যদিও প্রকাশ করা হয়েছে, আজ আমরা করিন্থিয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের প্রতি পৌলের লেখা প্রথম পত্রের ১১ অধ্যায়ের প্রেক্ষিতে প্রভুর ভোজের অর্থ উপলব্ধি করতে চলেছি।

২৩ পদের শুরুতে পৌল একটি বিস্ময়কর দাবি করেছে, *"কারণ আমি প্রভুর থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি এবং তোমাদের কাছে তা সমর্পণও করেছি, প্রভু যীশু যে রাতে সমর্পিত হন, . . .।"* এই কথার দ্বারা পৌল স্পষ্টভাবে যে কথা বলেছে, তা হল, যীশুর পার্থিব পরিচর্যার শেষ রাতে উপরের কুঠরীতে যে ঘটনা ঘটেছিল, সে বিষয় পৌল কোনও মানুষের কাছ থেকে নয়, কিন্তু সরাসরি যীশুর কাছ থেকে শুনেছে। গালাতীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রেও পৌল বলেছে, খ্রীস্ট ও খ্রীস্টবিশ্বাস সম্বন্ধে পৌল যা জানত, তা সে কোনও মানুষের কাছ থেকে লাভ করেনি (গালা. ১:১১-১২)। কোনও প্রেরিত তাকে এই সুসমাচার শিক্ষা দেয়নি; বা পৌল কখনও মথি, মার্ক, লুক বা যোহনের লেখা সুসমাচার পাঠ করেনি (বস্তুত, ঐ সমস্ত সুসমাচার পরে লেখা হয়েছিল)। ঠিক একইভাবে, যীশুর মৃত্যুর আগের রাতে উপরের কুঠরীতে যে ঘটনা ঘটেছিল, সে বিষয়ে পৌল যীশুর কোনও শিষ্যের কাছ থেকে শেখেনি। ১করি. ১১:২৩ পদে, পৌল যে ভঙ্গিমায় প্রভুর ভোজের বিষয় এই কথা বলেছে; ১করি. ১৫:১-৩ পদে, পৌল সেই একই ভঙ্গিমায় সুসমাচারের কথা বলেছে; এবং গালাতীয় পত্রে পৌল স্পষ্ট করে বলেছে যে, সেই সুসমাচার পৌল কোনও মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করেনি। তাই, পৌল এখানে প্রভুর ভোজের যে বর্ণনা দিয়েছে, তা সে স্বয়ং প্রভুর কাছ থেকে পেয়েছে, যা তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে উপরের কুঠরীতে প্রথম পালন করেছিলেন।

এখন, প্রভুর কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়ে পৌল করিন্থিয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে, তথা আজ আমাদের কাছে সমর্পণ করেছে, তা হল, দুটি প্রতীক: ***সেই রাতে তিনি রুটি নিলেন, এবং ধন্যবাদপূর্বক ভাঙ্গলেন, ও বললেন, 'ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য; আমার স্মরণার্থে ইহা কোরো।' সেই প্রকারে তিনি খাবার পর পানপাত্রও নিয়ে বললেন, 'এই পানপাত্র আমার রক্তে নতুন নিয়ম; তোমরা যতবার পান করবে, আমার স্মরণার্থে ইহা কোরো।' কারণ যতবার তোমরা এই রুটি খাও, এবং এই পানপাত্রে পান কর, ততবার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করে থাকো, যে পর্যন্ত তিনি না আসেন"*** (১করি. ১১:২৩-২৬)। হ্যাঁ, শত্রুদের হাতে সমর্পিত হবার আগে, যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তার পর্ব পালন করতে মিলিত হয়েছিলেন, তখন তিনি রুটি ভেঙ্গে তাঁর ১১জন শিষ্যের হাতে তা দিয়ে বলেছিলেন, ***'ইহা আমার শরীর।'*** অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, সেই মুহূর্তে সেই রুটি যীশুর শরীরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল (যেমন রোমীয় ক্যাথলিক মণ্ডলীতে বিশ্বাস করা হয়)। না, তা নয়; যীশু এই কথার দ্বারা রুটিকে তাঁর শরীরের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেছেন, *"এই রুটি আমার শরীরকে উপস্থাপিত করে, যা তোমাদের জন্য।"* হ্যাঁ, ঠিক একইভাবে, প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করে, আমরা যখন প্রভুর মেজ থেকে রুটি গ্রহণ করি, তখন সেই রুটি হল যীশুর শরীরের প্রতীক (তা যীশুর শরীরে রূপান্তরিত হয় না), অর্থাৎ তা যীশুর শরীরকে উপস্থাপিত করে, যা আমাদের জন্য। তার দ্বারা আমরা স্মরণ করি যে, যীশুই আমাদের জীবন, তাঁর দ্বারাই আমরা বেঁচে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আছি। কারণ, সেই রুটিকে ভাঙ্গার ন্যায়, তিনি তাঁর মৃত্যুর দ্বারা আমাদের জীবন দিয়েছেন (গালা. ২:২০)। তাই, রুটি হল সেই ক্ষমতার প্রতীক, যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের বাক্য ও আজ্ঞাসকল পালন করি, একে অন্যকে ক্ষমা করি, একে অন্যের প্রতি দয়ার মনোভাব প্রকাশ করি, মন্দ থেকে ফিরি ও আমাদের তাড়নাকারীদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি। তাঁর যে জীবন আমাদের মধ্যে আছে, তা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে নিজেদের গড়তে আমাদের সক্ষম করে। অর্থাৎ, খ্রীস্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবন ক্রমশ যাপন করি (যোহন ৬:৫৭)।

একইভাবে, সেই পানপাত্রের দ্রাক্ষারস যীশুর রক্তের প্রতীক, যার বিষয় তিনি বলেছেন, *"এই পানপাত্র আমার রক্তে নতুন নিয়ম।"* আমরা যীশুতে নতুনভাবে সংগঠিত হয়েছি; আর কেবল নিজের জন্য জীবন যাপন নয়। কারণ, খ্রীস্ট তাঁর রক্ত দ্বারা আমাদের ক্রয় করেছেন, আমরা আর নিজেদের নই (১করি. ৬:২০)। তাই, আমরা যখন প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করে, পানপাত্র থেকে দ্রাক্ষারস গ্রহণ করি, তখন সর্বসমক্ষে ঘোষনা করি যে, আমরা আর পুরানো পাপে পূর্ণ নোংরা জীবন যাপন করব না, কিন্তু খ্রীস্টের মৃত্যুর দ্বারা অর্জিত প্রকৃত জীবন যাপন করব। হ্যাঁ, আমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব করতে হলে, প্রথমে নিজেদের গৌরব চেষ্টা করা থেকে বিরত হতে হবে। এইভাবে, আমরা যখন নিজেদের গৌরব চেষ্টা থেকে দূরে থাকি, তখন যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন, তিনি গৌরবান্বিত হন। তাই, যীশু নিজের বিষয় এমন কথা বলেছিলেন, *"গমের বীজ যদি মাটিতে পড়ে না মরে, তবে তা একটিমাত্র থাকে; কিন্তু যদি মরে, তবে অনেক ফল উৎপন্ন করে"* (যোহন ১২:২৪)। যীশু তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, আজ শত সহস্র লোক আমরা তাঁর জীবন থেকে উৎপন্ন হয়েছি; এখন, সেই কথা স্মরণ করে আমরা যখন প্রভুর ভোজে পানপাত্র গ্রহণ করি, তখন আমরা আমাদের প্রভুকে অনুসরণ করে স্বীকার করি যে, পুরানো জীবনের সমাপ্তির দ্বারা আমরা প্রকৃত নতুন জীবন ভোগ করতে চলেছি। যীশুর দ্বিতীয় আগমণের দিন পর্যন্ত আমরা তা পালন ও স্মরণ করব।

এখন, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে প্রভুর ভোজ যে কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা ২৭-২৮ পদে পৌল লিখেছে, *"অতএব, যে কেউ অযোগ্যরূপে প্রভুর রুটি ভোজন কিম্বা পানপাত্রে পান করবে, সে প্রভুর শরীরের ও রক্তের দায়ী হবে। কিন্তু মানুষ নিজের পরীক্ষা করুক, এবং এই প্রকারে সেই রুটি ভোজন ও সেই পানপাত্রে পান করুক।"* এই কথার অর্থ, ঈশ্বর প্রভুর মেজকে অপব্যবহার থেকে রক্ষা করে থাকেন। এখন, *'অযোগ্যরূপে'* প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করার অর্থ কী? প্রভুর ভোজের বর্ণনা দেবার ঠিক আগে, ১করি. ১১:১৭-২২ পদে, এ বিষয়ে পৌল আলোচনা করেছে। করিন্থিয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা **প্রভুর ভোজে** অংশগ্রহণ করার আগে যে মনোভাবে **প্রীতিভোজে** অংশ নিত, তা তাদের প্রভুর ভোজে অংশ নিতে অযোগ্য করেছিল। কারণ, সেই প্রীতিভোজে তারা যখন অংশ নিত, তখন তারা অন্যদের কথা চিন্তা করত না, স্বার্থপরতার পরিচয় দিত ও নিজেদের মধ্যে ছিল দলাদলি। তারা প্রভুর মেজে অংশ নিতে আসত, ঠিক কথা, কিন্তু তাদের সেই অংশগ্রহণ ছিল অর্থহীন প্রথাপালন মাত্র, প্রাণহীন গতানুগতিক রীতিনীতির অনুসরণমাত্র। পৌলের কথানুসারে, তা মণ্ডলীর স্বাস্থের পক্ষে খুবই মারাত্মক। কারণ, তার অর্থ, যীশুর মৃত্যু বা জীবন আমাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাই, পৌল কড়া ভাষায় সেই অখ্রীস্টীয় মনোভাবকে আক্রমণ করেছে। *"সে প্রভুর শরীরের ও রক্তের দায়ী হবে,"* কথার অর্থ, আমরা যখন করিন্থিয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের অনুসরণে হৃদয়ে আগ্রহ ও খ্রীস্টীয় মনোভাবকে বাদ দিয়ে, প্রভুর ভোজে অংশ নিই, তখন আমরা তাদের সঙ্গে একই অপরাধে অপরাধী হই, যারা আমাদের প্রভুকে বধ করেছিল। আর তাই, প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণের পূর্বে, আমাদের নিজেদের পরীক্ষা করতে হবে।

১করি. ৯:২৭ পদে পৌল লিখেছে, *"আমার নিজ দেহকে প্রহার করে দাসত্বে রাখছি, পাছে অন্য লোকদের কাছে প্রচার করবার পর আমি নিজে কোনও ক্রমে অগ্রাহ্য হয়ে পড়ি।"* এখানে, নিজ দেহকে দাসত্বে রাখার মাধ্যমে পৌল নিজেকে **অগ্রাহ্য** হওয়া থেকে রক্ষা করা কথা বলেছে। কিন্তু, ১১:২৮ পদে, নিজেকে পরীক্ষা করার দ্বারা প্রভুর ভোজে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অংশগ্রহণে নিজেকে **যোগ্য/গ্রাহ্য** করার কথা পৌল বলেছে। এখন, প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণে নিজেকে যোগ্য করার জন্য আমরা কীভাবে নিজেদের পরীক্ষা করতে পারি? অবশ্যই, এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের সম্পূর্ণ পাপশূন্য, নিখুঁত জীবন যাপন করতে হবে; কারণ কেউই তা করতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ, আমাদের জীবনের বিভিন্ন পাপের প্রতি সততার সঙ্গে আচরণ করতে হবে। সেই সমস্ত পাপ ঢাকা দেবার চেষ্টা না, বা তাদের উপস্থিতিকে অস্বীকার করার চেষ্টা নয়। কোনও অজুহাত দেখানোও নয়। পরিবর্তে, পাপকে পাপ বলে স্বীকার করতে হবে, এবং তার জন্য অনুতাপ করতে হবে। অর্থাৎ, সেই সমস্ত পাপকে যে আমরা এতোকাল প্রশ্রয় দিয়েছি, চেয়েছি তারা যেন আমাদের জীবনে থাকে, সেই মনোভাবের পরিবর্তন করতে হবে। সেই সমস্ত পাপ ঈশ্বরের কাছে আনতে হবে এবং তার থেকে শুচি করতে দাউদের ন্যায় তাঁকে অনুরোধ করে বলতে হবে, ***"হে ঈশ্বর, আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর, আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নতুন করে দাও"*** (গীত ৫১:১০)। আমরা যখন সেই প্রার্থনা করি, তখন আমরা জানি যে, ***"ঈশ্বরের গ্রাহ্যবলি ভগ্ন আত্মা; তিনি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করেন না"*** (গীত ৫১:১৭)। তাই, আমরা যখন আমাদের জীবনে কোনও মন্দ বিষয় দেখব, তখন প্রভুর কাছে আমাদের স্বীকার করে বলতে হবে, *"প্রভু, আমি পাপ করেছি, আমি আর এমন কাজ করব না।"* আর তা যদি আমরা করি, তা হলে, প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলেই যোগ্য। অযোগ্যতার কারণ দেখিয়ে আমরা প্রভুর ভোজ থেকে নিজেদের দূরে রাখব না।

কিন্তু কিছু কিছু বিশ্বাসীর মধ্যে আমরা এমন প্রবণতা দেখতে পাই যে, তারা এই পদকে নির্দেশ করে প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ থেকে নিজেরা নিজেদের দূরে রাখে। তাই, তাদের কাছে যখন রুটি বা দ্রাক্ষারস পৌঁছায়, তারা তখন তা অন্যকে পাশ করে দেয়। এমন কাজ করার সময় তারা মনে মনে এমন কথা চিন্তা করে যে, তারা যদি সেই সময় প্রভুর ভোজে অংশ নেয়, তাহলে, ঈশ্বর তাদের বিচার করতে চলেছেন। কিন্তু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রভুর ভোজের বাহ্যিক প্রথা পালন গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, ঈশ্বর মূলতঃ আমাদের অন্তঃকরণ দেখে থাকেন। তিনি চান, আমাদের হৃদয় যেন মিথ্যাকে প্রশ্রয় না দেয়, সততার সঙ্গে পাপের মুকাবিলা করে, এবং অনুতাপের দ্বারা সেই পাপ থেকে দূরত্ব তেরী করে (ইফিষীয় ৪:৩১)। তাই, আমরা যখন প্রভুর মেজে উপস্থিত হই, তখন আমাদের সমস্ত স্বার্থপরতা, হিংসা, কামন-বাসনা, মিথ্যা বা চুরির মনোভাব স্মরণে আসতে বাধ্য। তখন আমাদের দায়িত্ব, প্রকৃত অনুতাপে সেগুলি একটা একটা করে স্বীকার করা এবং তা ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো; আর তারপর প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহণ করা। তা না করে, আমরা যদি প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ না করে, প্রভুর বিচারকে এড়াতে চাই, তাহলে আমরা প্রভুর সঙ্গে চাতুরতা করছি, পাপের মধ্যেই থাকতে চাইছি, সেই পাপকে ছাড়তে চাইছি না। মুখে যদিও আমরা তা বলছি না, কিন্তু সর্বজ্ঞ ঈশ্বর আমাদের মনের সমস্ত কথা জানেন।

তাই, ২৯ পদে পৌল লিখেছে, ***"কারণ যে ব্যক্তি ভোজন ও পান করে, সে যদি তাঁর শরীর না চেনে, তবে সে নিজের বিচারাজ্ঞা ভোজন পান করে।"*** এখানে, ***তাঁর শরীর চেনার*** অর্থ, রুটি ও দ্রাক্ষারস যে বিষয়ের প্রতীক, তার অর্থ জানা। হ্যাঁ, খ্রীস্টের সেই শরীরকে জানা, যা আমাদের পাপের জন্য ক্রুশের উপর মৃত্যুভোগ করেছে এবং পরিবর্তে আমাদের জীবন দিয়েছে। একইভাবে, এর অর্থ, তাঁকে অনুসরণ করে, তাঁর দেহের অন্যান্য সদস্যদের প্রতিও আমাদের চিন্তা ও যত্নের জীবন।

এইভাবে, প্রভুর ভোজের অপব্যবহার (তাঁর শরীর না-চিনেও অংশগ্রহণ) বন্ধ করতে, প্রভু অনেক সময় শারীরিক বিচারকে ব্যবহার করে থাকেন। এ বিষয় পৌল ৩০-৩২ পদে বলেছে, ***"এই কারণ তোমাদের মধ্যে অনেক লোক দুর্বল ও পীড়িত আছে, এবং অনেকে নিদ্রাগত হচ্ছে। আমরা যদি নিজেদেরকে নিজেরা চিনতাম, তবে আমরা বিচারিত হতাম না; কিন্তু আমরা যখন প্রভুর দ্বারা বিচারিত হই, তখন শাসিত হই, যেন জগতের সঙ্গে শাস্তি না পাই।"*** হ্যাঁ, ঈশ্বর জানেন যে, ব্যথা-বেদনা আমাদের পাপ থেকে বিরত হতে ও সেই পাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। তা আমাদেরকে খ্রীস্টের আরও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। তাদের দ্বারা আমরা সতর্ক হবার সুযোগ পাই। কেবল দুর্বলতা ও পীড়া নয়, অনেকে মারা পর্যন্ত গেছে; তাদেরকে ঈশ্বর নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন, কারণ পৃথিবীর মাটিতে তাদের ক্রমশ উপস্থিতি তাদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না।

অবশ্য, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত দুর্বলতা বা পীড়াই ঈশ্বরের শাসন করার উপায় নয়। কারণ, অনেক সময় তিনি এর দ্বারা নিজের গৌরবও গ্রহণ করে থাকেন। তাই, সমস্ত পীড়াকে আমরা যেন ঈশ্বরের বিচার বলে ভুল না করি। এখন, তা ঈশ্বরের বিচার না ঈশ্বরের গৌরবের উপায়, তা জনবার জন্য আমাদের প্রয়োজন, আমাদের পরিস্থিতিকে সততার সঙ্গে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। চাতুরতার সুযোগ না নিয়ে, নিজের প্রতি সততার পরিচয় দিতে হবে। যদি তা ঈশ্বরের শাসনের উপায় হয়ে থাকে, তবে আমাদেরকে তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। ইব্রীয় ১২:৬ পদে বলা হয়েছে, ***"প্রভু যাকে প্রেম করেন, তাকেই শাসন করেন, যে কোন পুত্রকে গ্রহণ করেন, তাকেই প্রহার করেন।"*** আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের ভালোবাসার পিতা আমাদের সামনে বিভিন্ন বাধাকে উপস্থিত করে, পাপ থেকে ফেরবার সুযোগ করে দিচ্ছেন। আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসাই আমাদেরকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে। কিন্তু আপনি যদি খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও, আপনার অবৈধ আচরণ বা সম্পর্ক চালিয়ে যান, এবং কোনও বিচারের সম্মুখীন না হন, তাহলে বুঝতে হবে, আপনি খ্রীস্টবিশ্বাসীই নন। আর তাই পৌলের কথা মতো শেষবিচারে আপনি জগতের সঙ্গে শাস্তি পেতে চলেছেন। কিন্তু যদি বিচার আসে, জানবেন, তা হল প্রভুর ভালোবাসার হাত, যার দ্বারা তিনি আপনাকে বলছেন, *"তুমি আমার। আমি জগতের সঙ্গে তোমাকে শাস্তি দিতে চাই না। তোমার জীবনে কিছু বিষয়ের পরিবর্তন প্রয়োজন। আর এখনই হল সেই কাজ করার সুযোগ।"*

তাই, আমাদের প্রভু আমাদের বিষয় কত চিন্তা করেন, সেই কথা বলে পৌল প্রভুর ভোজের বিষয় বর্ণনা শেষ করেছে, ***"অতএব, হে আমার ভাইরা, তোমরা যখন ভোজন করার জন্য সমবেত হও, তখন একজন অন্যের জন্য অপেক্ষা কোরো। যদি কারুর ক্ষুধা লাগে, সে বাড়ীতে ভোজন করুক; তোমাদের সমবেত হওয়া যেন বিচারাজ্ঞার জন্য না হয়। আর সকল বিষয়, যখন আমি আসব, তখন আদেশ করব"*** (৩৩-৩৪ পদ)। হ্যাঁ, ঈশ্বর যখন কোনও বিষয় আমাদের বিচার করেন, তখন আমাদের প্রয়োজন আমাদের আচরণ বা সম্পর্কের পরিবর্তন; যার ফলস্বরূপ আমরা অন্যদের প্রতি আরও বেশি চিন্তাশীল ও যত্নবান হই। আসুন, আমরা আমাদের পুরানো স্বার্থপর পথ ত্যাগ করি, খ্রীস্টের জীবনের নতুনতায় অন্যদের ভালোবাসি, যত্ন নিই ও সেবা করি!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com